R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMAN
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
১৬ই আগষ্ট, ১৯৮৯ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

অনাথ বিদ্যুৎ বিভাগের তত্ত্বাবধানের কেউ নেই

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের জন্মলগ্ন থেকেই এখানে ক্লার্ককাম টাইপিষ্টের পদ থাকলেও কোন লোক নিয়োগ করা হয়নি। এদিকে গত ১৯৮৭ সালে হেড ক্লার্ক এবং এ্যাসিষ্টেন্ট চার্জম্যান বদলী হবার পর ওই দুটি চেয়ারেও এখন পর্যন্ত কেউ বসেননি। গত মে মাসে পুনরায় ১১ জন অফিস কর্মীর মধ্যে ৪ জনকে বদলী করা হয় এবং সেই পদেও আজ পর্যন্ত কেউ যোগ দেননি বা কারো যোগ দেওয়ার আদেশও হয়নি বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। ফলে মাত্র ৭ জন কর্মীকে দিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার প্রায় ৬০০০ গ্রাহকের মিটার রিডিং নেওয়া, বিল করা, বিলের টাকা জমা নেওয়া, অতিরিক্ত টাকা জমা পড়লে তা ঠিক করা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ চালাতে হচ্ছে। স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের আওতায় রয়েছে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের পানানগর থেকে অন্য প্রান্তে রামপুরা, খামরা, ভাবকী, গঙ্গাপ্রসাদ, বহড়া, তেঘরী ইত্যাদি গ্রাম। অন্যদিকে ১নং ব্লকের কানুপুর খিদিরপুর থেকে শুরু করে বাঘা, তক্ষক, ঘোড়শালা, মঙ্গলজন; অপরদিকে মণ্ডলপুর, বীরহম্বা, সেণ্ডা, সিদ্ধিকালী, রমণা, মির্জাপুর, সন্তোষপুর, বাগপাড়া, নতুনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম। কাষ্টোমার দিন দিন বেড়ে চলেছে অথচ কর্মী বৃদ্ধির কোন নাম নেই। ৩০০০ হাজারের বেশী কাষ্টোমার থাকলে সেখানে একজন সাব এ্যাসিঃ ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করার নিয়ম আছে। কিন্তু এখানে সে সব কিছু মানা হচ্ছে না। জুঃ ষ্টেশন সুপারকেও মে মাসে বদলী করা হয়েছে। ঐ পদও ফাঁকা পড়ে আছে। গত এপ্রিল মাস থেকে অফিসের ষ্টোরটিও এখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার ফলে বিশেষ (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বহরমপুর পুরবোর্ড নিয়ে গণ আন্দোলনের ঢেউ সদর থেকে মহকুমায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহরমপুর পুরসভা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রতিবাদে উক্ত শহরে কংগ্রেসের ডাকে পুর অফিস ঘেরাও এর মধ্য দিয়ে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তা ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কংগ্রেস দল বহুদিন পর এক জোরালো ইস্যু পেয়ে আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যেতে বহরমপুর বন্ধ-এ রেল ও রাস্তা রোকো আন্দোলনের ডাক দেয় গত ১০ আগষ্ট। ঐদিন ছাত্র পরিষদ জেলার সমস্ত স্কুল কলেজে একদিনের প্রতিবাদ ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর মহকুমার সব স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। কয়েকজন বামপন্থী অছাত্রের অদূরদর্শিতার ফলে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় বন্ধ করা নিয়ে ছোটখাটো এক সংঘর্ষে এস এফ আই এর জনৈক ছাত্র জখম হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐদিন বিকেলে এস এফ আই এর এক বিক্ষোভ মিছিল শহর পরিক্রমার সময় পুনরায় ছাত্র পরিষদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে ও এস এফ আই এর দুই সমর্থক ভীষণভাবে জখম হয়। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ আগষ্ট সি পি এমের বিভিন্ন সংগঠনের এক ধিক্কার মিছিল শহর পরিক্রমা করে ও দোষী ছাত্র পরিষদ কর্মীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবী করে। পুলিশ এই ঘটনায় ছাত্র পরিষদের এক-জনকে গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে ১১ আগষ্ট সমগ্র পশ্চিম বাংলার (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পঞ্চায়েত সমিতিতে সি পি এমের নগ্ন দলবাজি !

সাগরদীঘি : স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্তী ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় হাসপাতালে শয্যাশায়ী হয়ে র'য়েছেন বলে খবর। কবে তিনি সুস্থ হয়ে ফিরবেন তার স্থিরতা না থাকায় আইনানুযায়ী সহকারী সভাপতিকে সভাপতির দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু সহকারী সভাপতি সি পি আই দলের সেহেতু সে ব্যাপারে টালবাহানা করা হচ্ছে বলে জানা যায়। খবরে প্রকাশ, সহকারী সভাপতি যাতে পদত্যাগ করেন তারজন্য সি পি এম দল থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সহকারী সভাপতি সি পি এম দলের ওই অযৌক্তিক দাবী মানতে রাজী নন। এখন সহকারী সভাপতিকে বাদ দিয়ে অন্য কোন ভাবে সভাপতির কাজ চালানো যায় কিনা সে ব্যাপারে সি পি এম চিন্তা ভাবনা করছেন।

এন টি পি সিতে বর্ত্তমানে তিনটি ইউনিট চালু আছে

নবারুণ পয়েন্ট : বর্তমানে ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে তিনটি ইউনিট চালু রয়েছে বলে খবর। ক্লিনিং রিপেয়ারিং এর প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে একটি ইউনিট বন্ধ রাখতে হয়। তিনটি ইউনিট এক সঙ্গে চালালে প্রায় ৪৫০ মেগাওয়াট এবং একটি ইউনিট বন্ধ থাকলে ৩২০ থেকে ৩৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। কয়লার পরিপূর্ণ যোগান না থাকায় বর্তমানে ৩টি ইউনিটের মধ্যে দুটি কয়লা ও একটি ফুয়েলে চালানো হচ্ছে। বর্তমানে প্ল্যান্টের পুরো কয়লাই আসছে বিহারের লালমাটিয়া থেকে। কিন্তু মাঝে মধ্যে এম জি আর রেল লাইনে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে শ্রাবণ বুধবার ১৩৯৬ সাল

হায় তিলোত্তমা !

জঙ্গিপুর পুরসভা এক তিলোত্তমা বিশেষ। দেবতাদের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দিয়া যে শক্তিময়ী দেবীর আবির্ভাব ঘটে, তাহাতে তিনি দানব দলন করেন। আমাদের আলোচ্য তিলোত্তমারূপিণী পুরসভার চেয়ারম্যান নির্দল, ভাইস চেয়ারম্যান কংগ্রেসের, বামদলের কিছু কমিশনার বিশেষ প্রভাবযুক্ত। ফলে যে অমিত শক্তি এই পুরসভা লাভ করিয়াছে, তাহাতে পুরনাগরিকদের নানা অস্বাচ্ছন্দ্যরূপী দানব দলন না হইলেও শক্তির বিকাশ অন্যক্ষেত্রে দুর্বার গতিতে এবং অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। আমাদের পত্রিকায় তাহার প্রতিবেদন কয়েক দফায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুরসভার নানা দুর্নীতিমূলক কাজ, স্বজন-পোষণ, গোষ্ঠীতোষণ এবং স্বোদরপূরণ (মন্দ লোকের কথা) ইত্যাদি ব্যাপারে পুরসভা শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন আর তাহা আমরা জনস্বার্থে বলিয়া থাকি। তাই আমাদের প্রতি নানা পরুষবাক্য বর্ষিত হয়। কিন্তু সুদূর অতীতে এই পত্রিকা পুরসভার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, সেই নির্ভীকতা আজও অব্যাহত রহিয়াছে। কোন হুমকি আমাদের পথ পরিবর্তন করাইতে পারিবে না।

এখন 'তিলোত্তমা'র কথা আর একটু বলিব। প্রথমত পুরসভা যে বারজন শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার সমীক্ষায় দেখা যায়, কেহ ক্ষমতাবান পুর কমিশনারের (যাঁহার পরামর্শকে মান্য করা হয়) নিকট আত্মীয়, কেহ বিশেষ প্রীতিভাজন, আবার কেহ কোন পুর কমিশনারের শ্যালিকা। উল্লেখিত বারজন শিক্ষক যেন রাশিচক্র' (দ্রঃ ২৬ জুলাই সংখ্যা) যাহার দ্বাদশতমটি নাকি বাংলাদেশের স্কুল ফাইনাল পাস। তাঁহার সার্টিফিকেট এখন পরীক্ষাধীন। অতএব তিনি নিযুক্ত হইয়াও শিখণ্ডী অর্থাৎ বসিয়া আছেন। একাদশতমটির একাদশে বৃহস্পতি হইয়াও গ্রহফের চলিতেছে। তিনি সৈন্য বিভাগের প্রাক্তন কর্মী, ১৯৭৯ সালে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ফেল। অথচ স্কুল ফাইনাল পাস বলিয়া নিয়োগপত্র পাইলেন তিনি এবং তিনদিন কাজও করিলেন। মন্দ লোকে মন্দ বলিতে থাকেন। ভদ্রলোক নিজে স্কুল ফাইনাল পাস প্রমাণ করিতে না পারায় আর কাজ করিতে পারিতেছেন না।

হায় শিক্ষক সিলেকশন কমিটির মাননীয় সদস্যগণ! আপনারা ডাল তুলিয়া ফল না কাঁটা—কি আছে দেখিলেন না? সার্টিফিকেট বা মার্কসীট দাখিল হইল না, নিয়োগ করা হইল? তিলোত্তমা'র শক্তির প্রকাশ কী অদ্ভুত! কোন্ রহস্য সেখানে?

পুরসভার বস্তি উন্নয়নের জন্য সরকারী সাহায্যের এই বৎসরের টাকা তিলোত্তমার অনুচরদের কর্মকুশলতা ও অপরিসীম দূরদর্শিতায় মঞ্জুর হইয়া আসে নাই। কারণ পুরসভা হইতে গত বৎসরের জন্য এই খাতে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইলেও তাহার ইউটিলিজেশন সার্টিফিকেট দাখিল করা হয় নাই। সুতরাং বস্তিবাসী জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের ব্যবস্থা অথৈ জলে। সরকারের যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকিলে কী হইবে? এই সব করিতকর্মা ব্যক্তিদের প্রতি বস্তিবাসী মানুষ কৃতজ্ঞ রহিবেন।

যে সব কাণ্ডকারখানা আজ পুরসভায় চলিতেছে, তাহাতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রই পুরপরিচালকদের প্রতি ধিক্কার দিবেন। কিন্তু লক্ষ্য যেখানে অর্থের নয়ছয় করা, সেখানে নির্লজ্জ হইয়া অনেক কাজ না করিলে চলে না। জনগণস্বার্থ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান দূরে থাক; নীতিজ্ঞানহীন গলাগলি চলুক, স্বার্থ পূরণ হোক।

স্বাধীনতা, সাধহীনতা, স্বাদহীনতা, শ্বাধীনতা !

[১৯৫২ সালের ২৭ আগষ্ট 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এ উপরিউক্ত শিরোনামায় দাদাঠাকুরের লেখা একটি প্রবন্ধ বের হয়। ১৫ আগষ্ট স্মরণে উক্ত প্রবন্ধের অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হ'ল।

সম্পাদক—জঙ্গিপুর সংবাদ]

ইংরাজের গুণমুগ্ধ ভারতবাসীরা তাহার দুরভি-সন্ধি যেদিন ধরিতে পারিল, সেদিন তাহাদের এদেশ হইতে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। যখন ইংরাজ দুই দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে নাজেহাল হইল এবং নেতাজীর হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন জাতিকে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলাইয়া এক সূত্রে গাঁথিয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিতে দেখিল, তখনি ভাবিল তাহাদের ভারত শাসন করা অসম্ভব। নেতাজীর এই মন্ত্রে ভারতীয় ফৌজ দীক্ষিত হইতে বিলম্ব হইবে না। ইংরাজ থাকিতে থাকিতেই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ তাহাদিগকে আরও চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। আট ঘাট ঘেরা অবস্থায় নাজিমুদ্দিন সাহেবের সতর্ক পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া এই এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন এর যুগে আওরঙ্গজেবের আমলের শিবাজীর কৌশলকে হার মানাইয়া তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন, তাহা ইংরেজ বুঝিল আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন (৩য় পৃঃ দ্রষ্টব্য)

স্বাধীনতা-রাজকন্যে

সাধন দাস

কতো বীর বিপ্লবী রক্ত ঢেলেছে তোমারি জন্যে।
স্বাধীনতা, তুমি বহু সাধনার স্বপ্নপুরীর
রাজকন্যে ।।
দুটি শতাব্দী বন্দী থাকিলে অন্ধ পাতাল ঘরে।
তোমার সে-মুখ ভুলিয়া গিয়াছি আজ
মনে নাহি পড়ে ।।
শত শহীদের রক্তের দামে, তোমায়
এনেছি মোরা।
ঘোমটা খুলিয়া দেখাও মু'খানি,
অপরূপা-অপ্সরা ।।
যারা আজ নেই, স্বর্গলোকের ওপারে
রয়েছে যারা।
তোমার বোধন দেখিতে আসিবে দলে দলে
আজ তারা ।।
তোমারে লভিয়া ভারতবাসীর গর্বে
ভরেছে বুক।
অবগুণ্ঠন খোলো সুন্দরী, এবার দেখাও মুখ ।।
স্বপ্নের ঘোরে দেখেছিনু কবে পদ্মের মত আঁখি।
পিঠ জুড়ে-থাকা এলানো সে-চুল
শাওনের মেঘ নাকি ??
হাসিলে সে-মুখ ঝলকি' উঠিত মুক্তোর মত
দাঁতে।
ভাদ্রের গাঙে জ্যোৎস্না ভাসিত বুঝি
পূর্ণিমা-রাতে ।।
এবার সরাও ঘোমটা তোমার
স্বাধীনতা-রাজকন্যে।
চারটি দশক আকুল নয়ন তোমাকে
দেখার জন্যে ।।
ঘোমটা খুলেছ ? দেখি দেখি মুখ,
আলোটি বাড়াও কাছে।
স্বপ্নের সাথে সে-মুখের মিল আছে কি বা
না-ই আছে ।।
ও মা, একি দেখি—সারা মুখ জুড়ে
কাল্ শিটে দাগ কত,
গালের দু'পাশে দাদ ও পাঁচড়া,
ছড়ানো রক্তক্ষত।
চোখের দু'পাশে পড়িয়াছে কালি,
পিচুঁটি বহিছে ধারে।
নবীনা বয়সে ন্যুব্জ হয়েছ শত বয়সের ভারে ।।
এমন তোমার কে করেছে হাল,
কার অনাদরে আজ,
মলিন অঙ্গ, ধুলায় লুটায়, খসিয়া পড়েছে সাজ ??
এই 'তুমি'টি তো সেই তুমি নও,
চেয়েছিনু যাকে মোরা,
যাকে বাজি রেখে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে
ওরা ।।
আলোটি নেভাও, ঘোমটায় ঢাকো,
কুৎসিৎ মুখখানি।
বোধনের দিনে দুঃখ দিও না,
স্বাধীনতা রাজরাণী ।।
নিয়ে এসো ধূপ, নিয়ে এসো মালা,
জয়ধ্বনি তোলো সবে।
পর্দানসীন রাজকন্যেরই অভিষেকখানি হবে ।।

স্বাধীনতা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

দেখিবার পর। বিমান দুর্ঘটনা মিথ্যা ইহা ইংরাজের দৃঢ় বিশ্বাস। দুর্ঘটনায় মৃত নেতাজীর আবির্ভাবের পূর্বেই ভারত ছাড়িবার সঙ্কল্প ইংরেজ স্থির করিল। ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন নাম দিয়া জাতীয় কংগ্রেসকে এবং পাকিস্থান নাম দিয়া মোসলেম লীগকে মালিকান স্বত্ব দিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের বীজ বপন করিয়া ইংরাজের গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনকে ভারত ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল পদে রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনের শাসনাধীনে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিল। বর্তমানে স্বাধীনতার সুখ লোক হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়া বুঝিয়াছে—**স্বাধীনতা** এখনও আসে নাই, আসিয়াছে **সাধহীনতা, স্বাদহীনতা** এবং **শ্বাধীনতা**।

সাধহীনতা

১৫ আগষ্ট অগ্নিযুগের ঋষি অরবিন্দেরও জন্মদিন। ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার বাণীতে জানা যায় তিনি এই স্বাধীনতা পাইবার বাসনা বা সাধ করেন নাই। এই স্বাধীনতার নাম ইংরেজ দিয়াছিলেন "ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্"। ইহাতে নেতৃবৃন্দের কয়েকজন ছাড়া কাহারও স্বাধীনতার সাধ পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং স্বাধীনতার **সাধহীনতাই** প্রতিপন্ন হইয়াছে।

স্বাদহীনতা

পরাধীন ভারতের জহরলালজী ক্ষমতা পাইলে মুনাফাখোর, কালাবাজারী, ভেজাল দ্রব্য বিক্রেতাদের লাইট পোষ্টে ফাঁসি দিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া বক্তৃতার পর বক্তৃতা দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। তিনি ক্ষমতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেশ ভরসা পাইল—ভেজাল খাদ্য আর খাইতে হইবে না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা কাঁপিয়া উঠিল। মনে করিল—বাপ্‌রে! প্রাণদণ্ড হইবে। বিহার ব্যবস্থাপক সভায় উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হইল কংগ্রেসী অমুক অমুক সদস্যের আত্মীয় অমুক বাবু অমুক বাবু গুড়ের পারমিট লইয়া কালাবাজারে বহুত মুনাফা করিয়াছে। সকলেই চাহিয়া থাকিল জহরলালজীর বিচারের দিকে। কা কস্য পরিবেদনা। কোন অপরাধীরই কেশাগ্র স্পর্শ করা হইল না। এইভাবে জহরলালজীর "গোদা পায়ের লাথি"র কিম্মত সকল দুর্বৃত্তই বুঝিতে পারিল—ইনি বাক্যবীর, কর্মবীর নহেন। চতুর্গুণ উৎসাহে দেশে দুর্নীতি চলিতে লাগিল। জহরলালজী নির্বাচনের ভোটের দালালী করিতে আসিয়া আবার ধাপ্পা দিয়া কাজ হাসিল করিলেন। এবার বলিলেন—সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সব দুর্নীতির অবসান ঘটাইবেন। সব বিধান সভায়, জহরলালজীর কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য। সংখ্যাধিক্যের জোরে সব আইন পাশ হইয়া যাইতেছে। লাইট পোষ্টে ফাঁসি দিবার আইন করার সুযোগ তাঁহার হইল না। আইন নাই বলিয়া এই সব অপরাধীকে সাজা দেওয়া হয় না। ঘি বলিয়া যে সব দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে তাহা ঘি নয়। ময়দার মধ্যে কি না খাই আমরা! চিনির সঙ্গে কাঁচ গুড়ো, বালি অবাধে চলিতেছে। চাউলে কাঁকরের আবির্ভাব অভিনব। সব জিনিসের স্বাদ আর পুরাতন কালের মত নাই। সকল জিনিসেই **স্বাদহীনতা** অনুভূত হইতেছে।

শ্বাধীনতা

শ্বা মানে কুকুর। শ্বাধীন মানে কুকুরের অধীন। মানুষ এক মুষ্টি অন্নের জন্য সরকারের বেতনভোগী চাকরের মুখের দিকে কুকুরের মত ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছে। একখানি রেশন কার্ডের জন্য দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হুজুর হুজুর করিয়া ফিরিতেছে। রেশন কার্ড মিলে নাই। যদি কোন পরিচিত ব্যক্তির বা আত্মীয়ের নিকট হইতে সামান্য চাউল লইয়া ছিন্ন গামছা ডবল করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে, অমনি এক ব্যক্তি কি আছে তাহা তল্লাস করিবার অছিলায় পুঁটলিটি লইয়া আর ফেরত দিল না। বলিল—"ইহা সরকারে বাজেয়াপ্তের হুকুম হইল।" এ চাউল কোথায় জমা হইল, কে জানে? স্বাধীনতা লাভের বলি পূর্ব বঙ্গের পলাতকা হিন্দুর দল শিয়ালদহ ষ্টেশনে শৃগাল কুকুরের অপেক্ষা হীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। কাশীপুরের পাটে গুদামে দিনের পর দিন কুকুরের মত সপরিবারে বাস করিয়া কত লোক এই **শ্বাধীনতার** কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট যে তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা লোকে আগ্রহের সহিত বাড়ীতে টাঙাইয়াছিল, এই পাঁচ বৎসরে তাহার ছিন্নদশা উপস্থিত, লজ্জায় কেহ তাহা বাহির করিতে পারে নাই, কেহ বা তাই দিয়া কৌলিক বজায় রাখিয়াছে।

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?
বাড়ী করার জন্য লোন চায়? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী, মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসন্‌স্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALIERS
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই

টাইটান কোয়ার্টজ টাটার অবদান

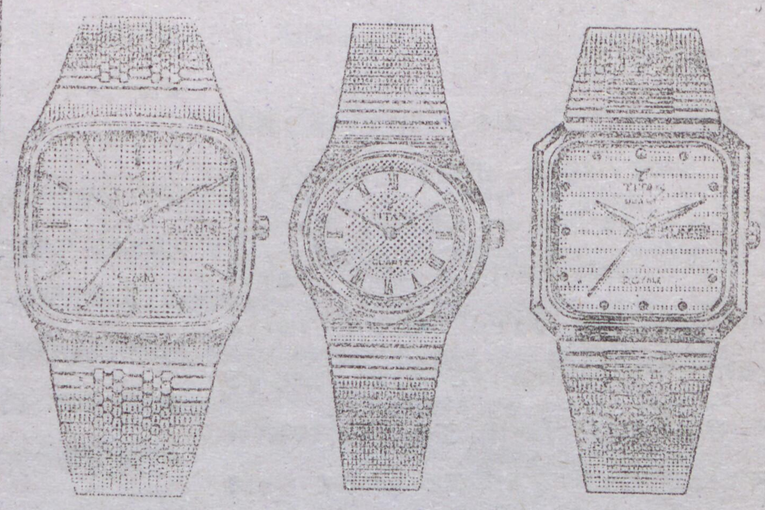

আর্ন্তজাতিক কোয়ার্টজ ঘড়ি-র অনুপম সম্ভার

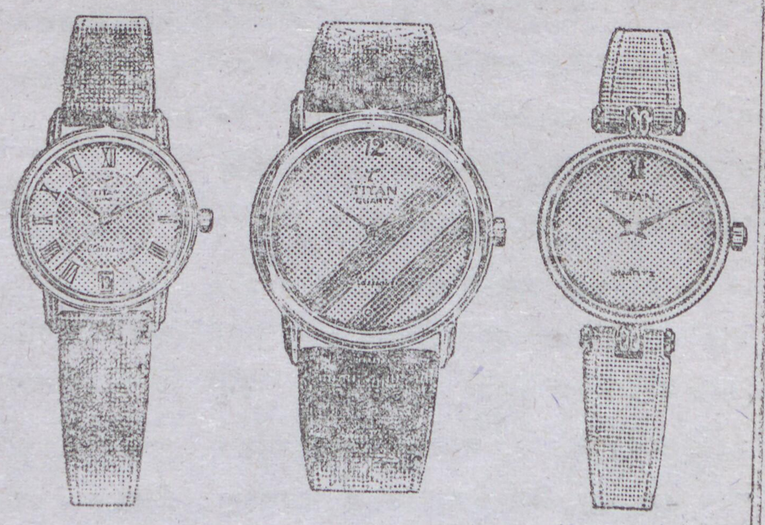

২ বছরের গ্যারান্টী সহ,
মূল্য ৩৯৭ টাকা থেকে ১৮১৭ টাকা

অনুমোদিত ডিলার :-
সাহা ওয়াচ কোম্পানী
ফুলতলা মোড়, রঘুনাথ গঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

সুতি থানার বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ

অরঙ্গাবাদ : সুতী থানার পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে অমানুষিক অত্যাচারের অভিযোগ এনেছেন মালোপাড়ার অধিবাসীরা। খবর, গ্রাম্য দলাদলির জের হিসাবে গত ৬ আগষ্ট ছাবঘাটির মালোপাড়ায় রাত্রি ১২টা নাগাদ মোঃ ইয়াসিন ও সালামত বিশ্বাসের বাড়ীতে চড়াও হয়ে সুতী থানার সেকেণ্ড অফিসার তল্লাসীর নামে অমানবিক অত্যাচার চালান। বাড়ীতে কোন পুরুষ মানুষকে না পেয়ে পুলিশ মহিলা ও শিশুদের উপর নৃশংস অত্যাচার করে ; কোন সিজার লিষ্ট ছাড়াই মালপত্র আটক করে। মহিলারা প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাঁদের মারধোর করে এবং ৭ মাসের শিশুসহ নাসিমা খাতুন, আইমনা বিবি, মেহেরুন্নেষা, সারাতন বিবি ও সেরাতন বিবিকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘরে ভাঙ্গা পা প্লাষ্টার করা বিছানায় পরে থাকা ফরিজুদ্দিন সেখকেও তারা রেহাই দেয়নি। সবাইকে কোর্টে চালান দেওয়া হয়। মহিলারা জামিন পেলেও অসুস্থ ফরিজুদ্দিন জামিন পায়নি।

মৎস্য প্রকল্পের উদ্বোধন

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের মোরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুরকুণ্ডা গ্রামের রতীন্দ্রকুমার পোহিতের ৪৫ বিঘা এক জলাশয়ে গত ২২ জুলাই আনন্দময়ী ফিসারিজ নামে একটি মৎস্য প্রকল্প চালু হয়। উদ্বোধন করেন জেলা শাসক দেবাদিত্য চক্রবর্ত্তী। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানীয় ব্লক আধিকারিক বাদলচন্দ্র দাস মৎস্য চাষীদের উৎসাহ দান করে মৎস্য চাষের বিভিন্ন লাভজনক ও ব্যবসায়ী দিকগুলি বর্ণনা করেন। ঐ প্রকল্পে জেলা মৎস্য চাষ উন্নয়ন সংস্থা ১৮ হাজার টাকা, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া বহরমপুর শাখা ৫৫ হাজার টাকার ঋণ এবং মৎস্য চাষীরা ১০ হাজার ২ শত টাকা দিয়ে একটি তহবিল গঠন করেন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার তুষারকান্তি চৌধুরী বেলডাঙ্গা মৎস্য চাষ উন্নয়ন সমিতি মারফৎ ৩/৪ ইঞ্চি লম্বা চারাপোনা কুড়ি টাকা কেজি দরে কিনে তিন কুইন্ট্যালের মত সরবরাহ করেন। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক আর, এস, শুক্লা, বিডিও সাগরদীঘি বাদলচন্দ্র দাস, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার এবং মৎস্য বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টরের উৎসাহে গাঙ্গাড্ডার মৎস্য চাষী ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ফারমুজ সেখের সহায়তায় ২৫ কেজি চারাপোনা ঐ পুকুরে ছাড়া হয়। জেলা মৎস্য চাষ উন্নয়ন সংস্থার চিফ একৃজিকিউটিভ মঙ্গলময় চট্টোপাধ্যায় প্রকল্পটির রূপদান করেন।

বহুতালী কাদোয়া পথ বর্ষায় সাফ

আহিরণ : বহুতালী গ্রাম থেকে কাদোয়া পর্যন্ত পথটিতে বর্ষার আগে মাটি ফেলার কাজ হয়। কিন্তু কাজ এমন হয় যে সাম্প্রতিক বর্ষণে ঐ পথ ধুয়ে মুছে একদম সাফ। ফলে বহুতালী-কাদোয়া সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে নৌকায় যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে। উক্ত রাস্তার মাটি ফেলার কাজে নাকি ৭০/৮০ হাজার টাকা খরচ হয়।

বর্ষার মুখে কোন ডিপোতেই কয়লা নাই

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের সব কটি গ্রামে জ্বালানী কয়লার প্রচণ্ড অভাব দেখা দিয়েছে। প্রতিটি লাইসেন্স কোল ডিপো একেবারে ফাঁকা। সাব ডিভিসন্যাল কণ্ট্রোলার অফ ফুড থেকে তাঁরা ডি ও পান জানি। তাহলে কোন ডিপোতেই কয়লা থাকে না কেন—এ অভিযোগ প্রত্যেক গ্রামবাসীর। তাঁদের দাবী জ্বালানী সংকট দূর করতে কর্তৃপক্ষ তৎপর হোন।

বলাকা গোষ্ঠীর সফল অভিনয়

জঙ্গিপুর : গত ৩ আগষ্ট বলাকা নাট্যগোষ্ঠী স্থানীয় টাউন ক্লাবে মনোজ মিত্রের 'নৈসভোজ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। অধিকাংশ শিল্পীই তরুণ ও একেবারে নতুন। ছোটখাটো দোষ-ত্রুটি বাদ দিলে তাঁদের কুশলী অভিনয় সকলকে তৃপ্তি দেয়। দর্শকদের অভিমত—একটু যত্ন নিলে উঁচুমানের অভিনয়ের মর্যাদা পাবে এই শিল্পী গোষ্ঠী। নাটকটি পরিচালনা করেন তরুণ চাবে।

পঞ্চায়েত প্রধানের অব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ

সাগরদীঘি : স্থানীয় ব্লকের মোরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ভুরকুণ্ডা গ্রামে গত ২২ জুলাই জেলা শাসক দেবাদিত্য চক্রবর্ত্তী আনন্দময়ী ফিসারিজ প্রকল্প উদ্বোধন করেন। সেখানে গাঙ্গাড্ডা গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য ফারমুজ সেখ অভিযোগ করেন—প্রধান পঞ্চায়েত গঠিত হবার পর কোন খাতে কত টাকা পেয়েছেন তা তাঁদের জানান না। জেলা শাসক প্রধানকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করতে গিয়ে জহর যোজনায় কত টাকা পেয়েছেন জানতে চাইলে, প্রধান বলেন....তিন লক্ষ টাকা মোট মঞ্জুর হয়েছে। তিনি আজ পর্যন্ত ১ লক্ষ দশ হাজার টাকা পেয়েছেন। ঐ গ্রামের বন্যেশ্বর পোদ্দার জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ করেন—তাঁর দু'জোড়া বলদ চুরি হয়েছে, পুকুরে মাছ যখন তখন চুরি হচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় থানায় খবর দিলেও তাঁরা প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন না।

রাজানগরে ব্যাঙ্কের শাখা দ্রুত খোলার দাবী

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় ১নং ব্লকের রাজানগরে একটি ব্যাঙ্ক চালু করার দাবী দীর্ঘদিনের। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া তাঁদের পরিদর্শক দল পাঠান ও ব্যাঙ্ক খোলা হবে স্থির হয়। এখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, একটি হাই স্কুল এবং বহু ছোট বড় চাষী রয়েছেন। ব্যাঙ্ক হলে তাঁদের উপকার হয়। কিন্তু জানা যায় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যাতায়াতের অসুবিধার কথা চিন্তা করে বর্তমানে ব্যাঙ্ক খোলার অনুমতি দিতে রাজী নন। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, আলের উপর থেকে রাজানগর পর্যন্ত যে রাস্তাটি রয়েছে সেটির উন্নতি ঘটালেই যাতায়াতের অসুবিধা দূর করা যায়।

সর্বসমক্ষে পঞ্চায়েতের বিল পেশ

জঙ্গিপুর : গত ৪ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বার্ষিক হিসাব গ্রামের প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে সর্ব-সমক্ষে পেশ করলেন প্রধান ফরমেজ আলী। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পঞ্চায়েত সদস্য মহঃ সারফুল সেখ। আয়ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত পুস্তিকা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ গিয়াসুদ্দিন ও সি পি এমের স্থানীয় নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৯ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মির্জাপুর দ্বিজপদ হাই স্কুলে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়। এবারের অরণ্য সপ্তাহ পালনের শ্লোগান ছিল "পরিবেশ পরিসেবায় অরণ্য"। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্মল মনিয়া ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জঙ্গীপুরের মহকুমা শাসক রাজেন্দ্রশঙ্কর শুক্লা। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এই উপলক্ষ্যে একটি মনগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শেষে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কয়েকটি চারাগাছ রোপণ করেন। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বিডিও মৃণাল সেনগুপ্ত জানান—১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরে সামাজিক বনসৃজন কর্মসূচীতে মোট ৭০ হেক্টর জমিতে চারাগাছ রোপণ করা হবে। এর মধ্যে জামুয়ায় গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলোড়ি গ্রামে এক লক্ষ চারাগাছ তৈরী করা হয়েছে। সমগ্র পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য ব্যয় হবে প্রায় ৩'৮৭ লক্ষ টাকা।

হাসপাতাল সংক্রান্ত দাবীতে ন্যাশানালিষ্ট ফোরাম সোচ্চার

রঘুনাথগঞ্জ ঃ স্থানীয় ন্যাশানালিষ্ট ফোরাম মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁদের দাবী—অবিলম্বে হাসপাতালে এ্যানাসথেটিষ্টের ব্যবস্থা করা হোক। কেন না এ্যানাস-থেটিষ্টের অভাবে অপারেশনের বা ডেলিভারীর ব্যাপারে সিজারিয়ান করা যাচ্ছে না এবং মহকুমার দরিদ্র মানুষকে ক্ষমতার বাইরে অর্থ ব্যয় করে বহরমপুর যেতে হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে পরপর তিনজন ডাক্তারকে এই পোষ্টে যোগ দেবার আদেশ দিলেও আজ পর্যন্ত কেউ এখানে যোগ দেননি। ফোরামের দাবী, জেলা হাসপাতাল থেকে ডেপুটেশনে ডাক্তার পাঠিয়ে ওই অসুবিধা দূর করা হোক। এখানে পোষ্টমর্টেম ঘরের অভাবে পোষ্টমর্টেমের কাজ বন্ধ আছে; ফোরাম ওই অব্যবস্থা দূর করার দাবী জানান। এই মহকুমায় লেবার অফিসারের সঙ্গে ত্রৈপাক্ষিক বৈঠকে ন্যাশানালিষ্ট ফোরাম আয়াদের ভাতা নির্দিষ্ট করাতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবী করেন। তাঁরা বলেন, আয়াদের দৈনিক চোদ্দ টাকা মজুরী দেওয়া হতো। এখন সেখানে গত ১ আগষ্ট থেকে দৈনিক ২০ টাকা মজুরী দেওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে।

তালা ভেঙ্গে রেডিও চুরি

ফরাক্কা ঃ গত ২৫ জুলাই সকালে ঘোরাইপাড়া নৌকা ঘাটের কাছে মণি দর্জির ছেলে বাবলু একটি ঘরের তালা ভেঙ্গে রেডিও চুরি করে জনৈক পথচারীকে বিক্রী করেছে। খবর পেয়ে লোকজন নৌকায় লুকিয়ে থাকা বাবলুকে ধরে ও প্রচণ্ড মারধোর করে। পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে আসে ও বাবলু এবং তার বাবা মণি দর্জিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশী সূত্রে জানা যায় মণি দর্জি ও বাবলু আরোও দু' একটি চুরির সঙ্গে যুক্ত আছে।

ঋণ আদায় শিবির

মির্জাপুর ঃ গত ২৭ জুলাই ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক রঘুনাথগঞ্জ শাখা, ষ্টেট ব্যাঙ্ক মির্জাপুর শাখা, রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতি ও মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে একটি যৌথ ঋণ পরিশোধ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের প্রাপকদের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকারও বেশী ঋণ আদায় হয়। ঐ দিন ষ্টেট ব্যাঙ্কের মির্জাপুর শাখা SCP প্রকল্পে একটি রিক্সা প্রদান করেন। উপস্থিত ঋণ প্রাপক এবং প্রধানের প্রস্তাব মত আগামী ফসল ওঠার পরে মির্জাপুরে পুনরায় একটি যৌথ ঋণ আদায় শিবির সংগঠিত করা হবে বলে স্থির হয়।

ফিডার ক্যানেলের জমা জল বার করার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা ব্যারেজ সূত্রে জানা যায় পাগলা, বাঁশলই প্রভৃতি নদীর জলে জঙ্গিপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ কৃষি অঞ্চল দীর্ঘদিন যাবৎ জলে ডুবে রয়েছে। এই জল নিষ্কাশিত করে ভাগীরথীতে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। ঠিক হয়েছে নদীগুলিতে কয়েকটি লকগেট নির্মাণ করে জলের স্রোতের গতি ফিরিয়ে ভাগীরথীমুখী করা হবে। ফলে ঐ বিস্তীর্ণ কৃষি ক্ষেতগুলি থেকে জল অপসারিত হয়ে জমিগুলি আবার চাষের উপযুক্ত হবে। ফরাক্কা কর্তৃপক্ষ আশা করেছেন ১৯৯০ সালের শেষ নাগাদ এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ও মহকুমার কয়েক হাজার আবাদী জমি জলমুক্ত হয়ে চাষীর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনবে।

তৃতীয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, বহরমপুর, ভগবান-গোলা, লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ রাস্তায় ৬৩ কিমি পোষ্টে একটি আমগাছ মরিয়া গিয়াছে যাহা নিম্নলিখিত অফিসে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে বিক্রয় করা হইবে। (এস, আর নং ৪-১-৮৯-৯০ তাং ২০-৫-৮৯/১-৬-৮৯)। ডাকে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত স্থানে ও সময়ে উপস্থিত থাকিয়া ডাকে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। সর্বোচ্চ ডাককারীকে ডাকের সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দিতে হইবে। ডাকে অংশ গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রত্যেক ডাককারীকে নিম্নলিখিত হারে আমানতের টাকা জমা দিতে হইবে।

সর্বোচ্চ ডাককারী ব্যতীত অন্যান্য ডাককারীর আমানতের টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ দেওয়া হইবে। প্রকাশ থাকে যে, ডাক নির্বাহী বাস্তুকার ১নং ভূক্তির অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ডাককারী গাছ কাটিয়া লইতে পারিবেন। আরও প্রকাশ থাকে যে, গাছ কাটিবার সময় রাস্তার কোনরূপ ক্ষতি হইলে সর্বোচ্চ ডাককারী নিম্নস্বাক্ষর-কারীর ধার্য মোতাবেক জরিমানা দিতে বাধ্য থাকিবেন। কোন নাবালক ডাকে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

এস, আর, নং ৪-১-৮৯-৯০/তাং ২০-৫-৮৯/১-৬-৮৯

স্থান : সহবাস্তুকার অফিস, টাকা: আমানতের পরিমাণ ৫০০-০০ টাকা। তাং ২৩-৮-৮৯, সময় ১১ ঘটিকা।

Sub-Divisional Officer (P. W. D.)
Jangipur Sub-Division

মেমো নং ৬৯৮ (১০)/তাং ৭-৮-৮৯

১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের বিধান অনুযায়ী রিটার্ণ দাখিল

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে সকল শ্রেণীর জমিকে জমির সংজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে। তাছাড়া, সকল অকৃষি প্রজাদের ৯ সেপটেম্বর, ১৯৮০ থেকে এই আইনের আওতায় আনা হয়েছে এবং ঐ তারিখ থেকে তারাও রায়ত বলে গণ্য হবেন। আইনের বিধান অনুসারে যে সকল রায়তের সত্বাধীন জমির পরিমাণ পরিবার ভিত্তিক ঊর্ধ সীমার বেশী তাদের ১৯৬৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিধি অনুযায়ী ৭ ক ক ফর্মে রিটার্ণ দাখিল করতে হবে। পূর্বে ৭ ক ফর্মে দাখিলীকৃত রিটার্ণের ভিত্তিতে অনেক রায়তের পরিবার ভিত্তিক রক্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জমি সরকারে ন্যস্ত হয়েছে। জমির সংজ্ঞা সংশোধন এবং অকৃষি প্রজাদের আইনের আওতায় আনার ফলে ক্ষেত্র বিশেষে এই শ্রেণীর রায়তদের রক্ষণযোগ্য এবং ন্যস্তযোগ্য জমির পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করার দরকার হবে। এই কারণে পূর্বে ৭ ক ফর্ম রিটার্ণ দাখিল করেছেন এই শ্রেণীর রায়তদেরও অনেককেই ৭ ক ক ফর্মে রিটার্ণ দাখিল করতে হবে। এই রিটার্ণে রায়তের পরিবার ভিত্তিক সত্বাধীন মোট জমির বিশদ বিবরণ দেখাতে হবে এবং তৎসহ রায়ত ঊর্ধসীমার মধ্যে কি কি জমি রাখতে চান এবং কি কি জমি ন্যস্ত করতে চান তারও পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে রায়তদের ১লা আগষ্ট, ১৯৮৯ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ৭ ক ক ফর্মে রিটার্ণ দাখিল করতে হবে। জেলাস্তরে জেলাভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, মহকুমা স্তরে মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, ব্লকস্তরে ব্লকভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রেভিনিউ ইন্সপেক্টারের দপ্তরে ৭ ক ক ফর্ম বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এই ফর্ম পূরণ করে ব্লকস্তরে সংশ্লিষ্ট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের নিকট দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আধি-কারিক ৭ ক ক ফর্মে প্রদত্ত তথ্য এবং স্বত্বলিপির ভিত্তিতে রিটার্ণ দাখিলকারী রায়তকে নোটিশ দিয়ে উপযুক্ত তদন্ত করে রায়তের ন্যস্তযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ এবং রায়ত পরিবার ভিত্তিক কি পরিমাণ জমি রাখতে পারবেন তা নিরূপণ করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজস্ব পর্ষদের পক্ষে সচিব, রাজস্ব পর্ষদ কর্তৃক প্রচারিত।

পুনরায় মিঞাপুর বাজার ভাঙার অপচেষ্টা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ এই থানার উমরপুর পশু হাটের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পুনরায় গুণ্ডারাজ কায়েম করা হয়েছে। প্রকাশ্য রাস্তায় ব্যাপারীদের চাল আটক করে, তাদের প্রাণের ভয় দেখিয়ে মিঞাপুর চাল পট্টি বন্ধ করার অপচেষ্টা চলছে। এই অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদে মিঞাপুরের চাল ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মহকুমা শাসকের নির্দেশে উমরপুর হাট চত্বরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গত দু'বছর আগে এই ধরনের হুজ্জত রুখতে জঙ্গিপুর ব্যবসায়ী সমিতি দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

কেউ নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কয়েক গজ তারের দরকার হলেও তা সঙ্গে সঙ্গে পাবার উপায় নেই। ম্যাকেঞ্জি পার্কে অবস্থিত এ্যাঃ ইঞ্জিনিয়ার অফিস থেকে মাল আনতে হচ্ছে। এই সমস্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি কিন্তু সাধারণ পাবলিক জানতে পারেন না, জানতেও চান না। ফলে বিদ্যুৎকর্মীরা অহেতুক লাঞ্ছিত হচ্ছেন জনতার আক্রোশের মুখে এই অভিযোগ করলেন জনৈক বিদ্যুৎকর্মী। এখন যিনি ষ্টেশন সুপারিনটেণ্ডেন্ট তিনি বহরমপুর থেকে যাতায়াত করে কাজ চালান বলে খবর। তার ফলে অফিসের কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না। দিনের পর দিন কাজ পড়ে থাকছে। কর্মী সংখ্যা কম থাকায় এবং কিছু কর্মী অন্য জায়গা থেকে যাতায়াত করে কাজ করায় বিলের টাকা জমা দিতে গিয়ে কনজিউমারস্‌দেরও দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। অন্যদিকে উমরপুর কল অফিসেরও একই হাল। সেখানেও একজন কর্মীকে বিপুল সংখ্যক গ্রাহকের লাইন দেখতে হচ্ছে। পূর্বে যেখানে কর্মী দিলেন ৪ জন। বদলীর স্থানে নতুন লোক না আসায় এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে অনাথ বিদ্যুৎ বিভাগের তত্ত্বাবধানের কেউ নেই।

সদর থেকে মহকুমায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সাথে জঙ্গিপুর পুরসভার সামনে কংগ্রেস (ই) এর বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি পুর কমিশনার সূর্য্যনারায়ণ ঘোষাল তঁর বক্তব্যে বহরমপুর পুরসভা অধিগ্রহণের ঘটনাকে স্বৈরতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক বলে বর্ণনা করেন। হাইকোর্টের সাম্প্রতিক আদেশ অনুযায়ী জঙ্গিপুর পুরসভার আর কোন বৈধতা নেই ; কিন্তু তথাপি বর্তমান সি পি এম সমর্থিত বোর্ড নির্লজ্জ ভাবে চেয়ার দখল করে র'য়েছেন বলে জানান। তিনি আরও জানান জঙ্গিপুর পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান সি পি এমের মদতে বহু অগণতান্ত্রিক কাজ করে চলেছেন। নীলাম না করে পুরঘাট দু'টি পূর্বতন ইজারাদারকে দিয়ে দেন। পুরসভায় ক্যাজুয়াল শ্রমিকের ছাঁটাই করে রেখেছেন। এই অবৈধ বোর্ডকে অপসারিত করতে যা কিছু করার প্রয়োজন তাঁরা করবেন বলে ঘোষণা করেন।

৩টি ইউনিট চালু আছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিপর্যয় দেখা দেওয়ায় কয়লা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। জানা যায় তিনটি ইউনিট একসঙ্গে চালু রাখতে হলে দৈনিক প্রায় ১০ হাজার টন কয়লার প্রয়োজন। সে তুলনায় কয়লার যোগান কম। আরও জানা যায় বর্তমানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে এন টি পি সি গড়ে দৈনিক ১৮০ থেকে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চলেছে। অন্যদিকে খবর—ফোর্থ ইউনিটে ৫০০ মেগাওয়াটের বয়লার ড্রামটির উত্তোলন কাজ শুরু হয় গত ১১ আগষ্ট সকাল সাতটায়। ২৪ মিটার লম্বা ও ৭২ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ২৮৫ মেট্রিক টন ওজনের বয়লারটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসাতে ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। ইটালির জনৈক কারিগরী সংস্থা এটি নির্মাণের জন্য ৭ মাস সময় পেলেও ৬ মাস ১৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করেন বলে প্রকাশ। দীর্ঘ বয়লারটি ইটালি থেকে জলপথে আনতে খরচ পড়ে এক কোটি টাকার কিছু বেশী বলে জানা যায়।

লাল ঝাণ্ডা পুঁতে বিধবার জমি দখল !

সাগরদীঘি ঃ গত ৮ আগষ্ট স্থানীয় থানার নওপাড়া গ্রামের তপশীলি সম্প্রদায়ের এক বিধবা আরতি পর্দ্ধানের মাত্র ২ শতক জমির ধান কেটে এবং লাল ঝাণ্ডা পুঁতে দখল নেয় স্থানীয় কয়েকজন সি পি এম সমর্থক। খবর ঐ ২ শতক জমি ৪০ বছরের উপর তাঁর শ্বশুরের দখলে ছিল। আরতির স্বামী শরৎকে তাঁর ভাইরা ঐ জমির দখল ছেড়ে দেন। শরৎ মারা গেলে আরতি ঐ জমি ভোগ দখল করতে থাকেন ও কয়ের মধ্যে ধার দেনা করে জমিটিতে ধান লাগান। কিন্তু সি পি এম দলের দাবীমত ধান বা টাকা দিতে অক্ষমতা জানানোর অপরাধেই তাঁর জমি দখল করা হয়। থানায় জানালে তাঁরা জে এল আর ওকে জানাতে বলেন। এই ঘটনার কথা মহকুমা শাসক এবং জেলা শাসককে জানানো সত্ত্বেও এর কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয়নি।

১৫ আগষ্ট স্মরণে

রঘুনাথগঞ্জ ঃ চিরাচরিত প্রথা মতো স্বাধীনতা দিবসের সকালে মহকুমা শাসকের দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কয়েকটি ক্লাবের প্রভাতফেরী ছাড়া জঙ্গিপুর লায়নস্ ক্লাব এবং নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতি জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের ও সাব জেলে কয়েদীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করেন।

প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি আবেদন

মহকুমার প্রাচীন বিদ্যালয়গুলির অন্যতম রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় আজ গৃহ সমস্যায় জর্জরিত। এই সমস্যা থেকে মুক্ত হতে বিরাট অর্থের প্রয়োজন। রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে বহু ছাত্র আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁদের সদিচ্ছা গৃহ সমস্যা থেকে মুক্ত হতে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করতে পারে। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁদের কাছে অর্থ সাহায্যের দাবী জানাচ্ছি এবং আশা করছি এ থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না।

বিনীত—

শ্রীগৌরীশঙ্কর দাস
(এ্যাডভোকেট) সম্পাদক

শ্রীরমাপতি মণ্ডল
প্রধান শিক্ষক

যৌতুকে V I P
সকল অনুষ্ঠানে V I P
ভ্রমণের সাথী V I P
এর জুড়ি কি আর আছে !
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
V I P সেন্টারে
এজেণ্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত